বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় বাংলা

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দিন দিন আগ্রহ কমছে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের। অনেকেই এর কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করবেন উচ্চস্তরের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলায় পাঠ্য পুস্তকের অপ্রতুলতা। এটা ঠিক তবে, তাছাড়া উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষার প্রচলন না থাকায় অনাগ্রহ বাড়ছে। কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারিক ভাষায় মানুষই শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় এবং তা করাও উচিত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ছে ফলে গড়ে উঠেছে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প, ব্যাংক, বীমাসহ নানা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ ছাড়া এদেশে কাজ করছে বহুজাতিক কোম্পানিসহ নানা ধরনের বিদেশি সংস্থা। বাংলাদেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে অনেক এনজিও, এই এনজিও গুলিরও দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজি। দেশের সব প্রাইভেট ব্যাংক, বীমা, শিল্প কারখানারসহ বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর দাপ্তরিক ভাষা হলো ইংরেজি। তাই বাধ্য হয়ে ইংরেজি শিখতে হয়। স্বাধীনতার পর থেকে কয়েক হাজার এনজিও বিদেশিদের অর্থায়নে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, এই এনজিওগুলোর কার্যক্রমে দেশের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি তবে ভাগ্যের উন্নতি হয়েছে এনজিও কর্ণধারদের। এনজিওর উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও কৌশল সম্পূর্ণটা ইংরেজিতে যার সঙ্গে এদেশের দরিদ্র মানুষের অংশীদারিত্ব নেই। বাস্তবে যাদের ইতিবাচক উন্নয়নে এনজিওরা কাজ করছে সেই মানুষগুলো নিজেরাই বিষয়টি বুঝতে পারছে না এনজিওদের উন্নয়নের কৌশলটা।

বেসরকারি, সরকারি, এনজিও শিল্পকারখানা ব্যাংক বীমাসহ সকল কর্মক্ষেত্রে ইংরেজি জানা না থাকলে কর্মীরা নিজেদের দক্ষতা এবং চৌকষতার পরিচয় দিতে পারে না। তাই শিক্ষা জীবনে ইংরেজির শিখার আগ্রহ বাড়ছে। বাংলাদেশে ভালো চাকুরী বা ভালো ব্যবসার মাধ্যমে কর্মসংস্থান করতে হলে ইংরেজি জানাটা অপরিহার্য। তাই শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে ছুটছে বিদেশি সংস্কৃতির দিকে। একটি শিশুর পড়ার উপযোগী বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষাগ্রহণের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক গাথুনীটা যদি গড়ে না উঠে তবে তার জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রটা কোন দিনই প্রসারিত হবে না এবং ভালো করে ইংরেজি শিক্ষাটাও সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীরা যে কোনভাবেই হোক ইংরেজি ভাষাকে আয়ত্ব করতে ব্যস্ত। যার মাতৃভাষায় পারদর্শিতা নেই সে কোনভাবেই অন্য ভাষায় পারদর্শী হতে পারে না। পৃথিবীর বহুদেশ তাদের উচ্চ শিক্ষা তথা সর্বস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষায় প্রচলন করেছে। বর্তমান বিশ্বে চীন,জাপান, রাশিয়া বাণিজ্যে ও জ্ঞান বিজ্ঞানের শীর্ষ দেশ। এই দেশগুলো তাদের সর্বস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা মাতৃভাষায় চালু করেছে। বাংলাদেশ থেকে কোন শিক্ষার্থী জাপান, চীন বা রাশিয়ায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে তাদেরকে প্রথমেই ওই দেশের ভাষা শিখতে হয়। চীন বা রাশিয়ায় উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজির ব্যবহার নেই। মেধার প্রকৃত বিকাশ ঘটাতে হলে শিক্ষার অনুশীলটা মাতৃভাষায় করা প্রয়োজন। চীন এবং রাশিয়া তার উৎকৃষ্ট উদাহরন। তবে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তাটা অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজি ভাষা তার আধিপতটা সারা বিশ্বজুড়ে বিস্তার করেছে তাই এই ভাষাটা সব ভাষার সেতু বন্ধনে কাজ করছে। যেমন রুশ, চীনা বা জাপানি ভাষার একটি বই ইংরেজিতে অনূদিত হলে তা বাংলা অনুবাদ করা সহজ হয়। সেই ক্ষেত্রে ইংরেজিটা জানা দরকার। তবে এই বিষয়টিকে সার্বজনীনতায় রূপ দেয়া ঠিক না। প্রশ্ন আসবে উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যবইগুলোর কি হবে? বাংলাদেশে প্রায় ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছেন, সেখানে সিনিয়র গ্রেডের প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক অধ্যাপক কর্মরত, তারা অবশ্যই উচ্চ শিক্ষায় ব্যবহৃত পাঠ্য পুস্তকগুলো বাংলায় অনূদিত করে এদেশের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় পাঠ উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারেন। বাস্তবে এই বিষয়টি বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে বলা আছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা। সাংবিধানিকভাবে বাংলা ভাষার কথা বলা হলেও সর্বস্তরে তা চালু নেই। কারণ মানুষ যদি শিক্ষা ইংরেজিতে গ্রহণ করে তাহলে তার প্রয়োগিকতাটা বাংলায় প্রচলন করা কি সম্ভব? বাংলাদেশের আদালতের রায় বাংলায় লিখা হোক এটা জনদাবিতে পরিণত হয়ে আছে। ইতোমধ্যে দু'একটি রায় হয়েছে বাংলায়। বাংলায় অফিস, আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি মূল কারণ হলো শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলার প্রচলন না থাকা। বাংলাদেশে শিক্ষা স্তরকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা স্তর (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) পর্বে ভাগ করা হয়েছে। শিক্ষানীতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার শিরোনামে বলা হয়েছে অনান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সাহায্যে ছবি, রং মডেল, গল্প ছড়া কবিতার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করা। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যমটি বাংলা কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও বলা হয়েছে দেশজ আবহের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতির কথা। মূল বিষয়টি হচ্ছে এদেশের সাংস্কৃতির পরিমণ্ডলের প্রভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিটি পরিচালিত হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের ভাষা হবে বাংলা এবং প্রযোজ্য বিশেষ অঞ্চলে বাংলাদেশি আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা। এই শিক্ষানীতির সঙ্গে দেশে চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষানীতিতে বলা আছে প্রাক-প্রাথমিক স্তর পরবর্তী হলো প্রথম শ্রেণী। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানাধীন গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে রয়েছে তিনটি শ্রেণী প্লে, কেজি, নার্সারি। এই বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারিভাবে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যকৃত বই বাইরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের ইচ্ছামাফিক পাঠ্যপুস্তক এবং সিলেবাস তৈরি করে, কোমলমতি শিশুদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে ইংরেজিসহ নানা ধরনের বই। এর মাধ্যমে শিশুদের মেধার বিকাশ তো হচ্ছে না তারা যান্ত্রিকতার ব্যূহজালে জড়িয়ে পড়ছে। প্রাক প্রাথমিক স্তর ও প্রাথমিক স্তরে খেলাধুলার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব আসা উচিত। শিশুকে সৃজনশীলতার ধারায় বিকিশিত করতে হলে তাকে পাঠ্য বইয়ের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে আপন মনে বিকশিত হওয়ার শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানোর বিষয়টি বলা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় ভাবা উচিত যদি মাতৃভাষাটি শিশু আয়ত্তই করতে না পারে তাহলে অন্য ভাষাটি তাঁর পক্ষে শেখা কষ্টসাধ্য, তাই দেখা যায় শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিশ্বের কোন দেশেই প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষায় শিক্ষা দেয়ার প্রচলন নেই। পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা একটি বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত। তাছাড়া বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পন্ন ভাষা। তারপরও বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরে আরবি ইংরেজির ভাষার শেখানোর পদ্ধতি রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা পদ্ধতি বাংলায় তবে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজগুলোর শিক্ষার মাধ্যম হলো ইংরেজি। অনেক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ও নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্য বই পড়ানো হয়। দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যস্থায়ও বর্তমানে গড়ে উঠেছে দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান, পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাণিজ্যিকভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগগুলো বেশি পড়ানো হয় কর্ম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজিকে ব্যবহার করছে। তারা জানে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির দৈন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হয় ইংরেজিতে, তাই তারা এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ম উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ফলে এ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাক্ষর না স্বাক্ষর হচ্ছে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও উচ্চ স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার পাঠ্যপুস্তক নেই। আমাদের দেশের মানুষ এখনো বিশ্বাস করেন ভালো ইংরেজি না জানলে মানুষ শিক্ষিত হয় না। ইংরেজরা চলে গেছে ৬৮ বছর কিন্তু তাদের ধ্যান-ধারণার যে বীজ রোপণ করে গেছেন এ দেশের মানুষের মনে তা আজও জাগরুক। এখনো আমাদের দেশে কোন মানুষকে মেধাবী বা প্রতিভাবান হিসেবে প্রকাশ করার অন্যতম মাধ্যম হলো ইংরেজি। আমি দেশের অন্যতম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি নিয়েছি। আমার এমবিএ পড়ার মাধ্যম হলো ইংরেজি। এমবিএ বাণিজ্য অনুষদের একটি ডিগ্রি হওয়ায় এখানে বাণিজ্য অনুষদভুক্ত বিষয়গুলো পড়ানো হয়ে থাকে। অন্য অনুষদভুক্ত ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাও এমবিএতে ভর্তি হয়। অন্য অনুষদভুক্ত বিষয় নিয়ে পাস করা শিক্ষার্থীদের জন্য বাণিজ্য অনুষদের বিষয়গুলো বুঝতে একটু সমস্যা। আমি ক্লাসে অন্য শিক্ষার্থীদের চাইতে বয়সে কিছু বড় হওয়ায় অন্যরা আমাকে একটু শ্রদ্ধার করত। আমার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছিল ইসলামের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিষয় নিয়ে তাই বাণিজ্য অনুষদের বিষয়গুলো আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ নতুন। এই বিষয়গুলো আমার আত্মস্থ করতে সমস্যা হচ্ছিল। আমার এক সহপাঠী হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে এমবিএ করতে এসেছে। তার এমবিএর বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা ছিল। তার অসাধারণ দখল ছিল এমবিএতে পড়ানো Accounting, Economics, Business mathematics, managerial accounting বিষয়ে। উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর সে দখল অর্জন করেছে বাংলা ভাষার মাধ্যমে। আমি ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র বিধায় ওই বিষয়গুলো আমার কাছে ছিল নতুন। এই পাঠগুলো নিজ আয়ত্বে আনতে আমার একটু সমস্যা হয়, আমি সহযোগিতার জন্য তার শরাপন্ন হলাম। বন্ধুটি আমাকে জানাল যে, উল্লিখিত বিষয়ে আমার জন্য যে অংশটুকুর সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলোর সমাধান তিনি বাংলায় করে দিতে পারবে। বন্ধুটির চেয়ে আমার ইংরেজি ভাষার ওপর একটু বেশি দখল রয়েছে। তার সহযোগিতায় বিষয়গুলো সহজে আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম। আমাদের এমবিএর ফাইনাল ফলাফল বের হলো, আমি ফাইনালে জিপিএ ৪-এর মধ্যে পেয়েছি ৩.৪৭ আর বন্ধুটি পেল ২.৯৫। বন্ধুটি আমার চেয়ে বেশি মেধাবী হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের রেজিস্টারে মেধাক্রমানুসারে আমার অনেক পেছনে। এই মেধা নির্ধারণের বিষয়টি নির্ভর করেছে ইংরেজি ভাষা জানার ওপর মেধার ওপর নয়। পৃথিবীর ৩৫ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। বিশ্বের জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলা ভাষাভাষি জনসংখ্যার স্থান সপ্তমে। অথচ বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চতর গবেষণার কাজ হয় ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। ফলে অনেক প্রতিভাবান শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। তাই উচ্চস্তরে পড়ানো সব বিষয়গুলো বাংলায় অনুবাদ করে পড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত। এ দেশের শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধার বিকাশ ঘটাতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা চালু করা দরকার।

[লেখক : কলামিস্ট]